তারিখ ... 6 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

সাড়ে চার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়নে কর্মসূচি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নির্বাচিত ৪৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাভ্যাস উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রায় সাড়ে ৪ লাখ শিক্ষার্থী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)-এর অধীনে 'ডেভলপিং দি রিডিং হেবিট' নামে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো: বদিউল আলম ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

কোয়ালিটি বেইজড সিলেকশন পদ্ধতিতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 'ডেভলপিং দি রিডিং হেবিট' কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের দেশ, সমাজ ও কৃষ্টি, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয়ে কিশোর উপযোগী সুখপাঠ্য মননশীল বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। যা তাদের সুস্থ মানসিকতার বিকাশ ঘটাবে এবং শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক হবে।

কর্মসূচির আওতায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী বই পড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের কর্মকর্তারা জানান, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইংরেজী ভাষায় টেক্সট বই বাদে অন্য বই পড়ার কোন অভ্যাস নেই। এ মূল কারণ ইংরেজীর প্রতি ভীতি এবং শব্দের অর্থ বুঝতে না পারা। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য ইংরেজী বইয়ের ক্ষেত্রে বাংলা উচ্চারণ ও শব্দার্থ সম্বলিত এমন বই পড়ানো হবে যা ছাত্র-ছাত্রীরা কারো সাহায্য ছাড়াই নিজেরা পড়তে পারবে ও আনন্দ পাবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী শিক্ষায় সহায়ক হবে। বয়সোপযোগী বাংলা ও ইংরেজী বইপড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীরা উভয় ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠবে। তারা চিন্তা-চেতনায় আধুনিক ও মানবিক হবে। বইপড়াকে উৎসাহিত করতে পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। পঠিত বইয়ের সংখ্যার ভিত্তিতে দেয়া হবে এই পুরস্কার।